গাংনীতে নির্বাচনে নাশকতা রুখতে বিএনপি অফিসে ছাত্রলীগের ইট নিক্ষেপ

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নাশকতার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ তুলে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেছে ছাত্রলীগ কর্মিরা। আজ মঙ্গলবার(১২ অক্টোবর দুপুরে গাংনী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন বিএনপির কার্যালয়ে গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয় বলে উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছালে স্থান ত্যাগ করে হামলা কারিরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আমাদের অফিসে কোনো প্রোগ্রাম ছিলনা এবং লোকজনও ছিলনা। শুধুমাত্র অফিসের পিয়ন পার্টি অফিস খোলা রেখেছিল। ছাত্রলীগের এই হামলার কারন আমরা জানিনা। তবে ধারনা করছি অনেকেই ইউনিয়ন পরিষদ দ্বিতীয় ধাপের নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রাার্থী হচ্ছে তাই এই হামলার কারন হতে পারে।

জেলা বিএনপির সহ সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, আমি আমার নেতাকর্মীদের সাথে মোবাইলে শুনেছি হামলার কথা। তবে কি কারনে হামলা করেছে তা আমি জানিনা। অনুমান করে কোনো কথা বলতে চাইনা। তবে দলীয় কার্যালয়ে আজকে কোনো লোকজন ছিলনা শুধুমাত্র আমাদের পিয়ন রুবেল হোসেন অফিস খুলে বসেছিল।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল হক সেন্টু জানান, আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চায় বিএনপি। উপজেলা বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিএনপি অফিসে বসে নাশকতার পরিকল্পনা করছিলো তাই আমরা তাদের অফিস চালাতে দিবো না। যে কোন মূল্যে বিএনপির সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে ছাত্রলীগ মাঠে আছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ডালিম রানা, সাধারণ সম্পাদক নাসিরুল ইসলাম মোহন, জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ফিরোজ আহমেদসহ

ছাত্রলীগের নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অপু সরোয়ার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) বজলুর রহমান জানান, আমি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা স্থান ত্যাগ করেছে। বর্তমানে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

ঝিনাইদহে দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া কন্যর রহস্যজনক মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামে থেকে ২য় শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী রানী খাতুন (১০)’র মৃত্যু নিয়ে ধোয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। শিশুটির বাবার বাড়ির লোকজন বলছেন মারধরের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। আর নানার বাড়ির লোকজন বলছে তার মৃত্যু স্বাভাবিক।
জানা যায়, ২০০৯ সালে শহরের কানঞ্চনপুর গ্রামের আব্দুর রাকিবের সাথে সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামের ইলিয়াস কাজীর মেয়ে ঝর্না খাতুনের বিয়ে হয়। ২০১৪ সালে পারিবারিক কলহের কারণে তাদের বৈবাহিত সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে রানীর মা তার বাবার বাড়ীতে থাকতো। শিশু রানী বাবা ও নানার বাড়িতে আসা যাওয়া করত। গত ১০ অক্টোবর বাবার বাড়ী থেকে জ্বর নিয়ে চুটলিয়া গ্রামে তার নানা বাড়ীতে রানী।
শিশুটির মা ঝর্ণা খাতুন বলেন, রাত ১০ টার দিকে ওর গায়ে জ্বর ছিল। আমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলাম। রানী টিভি দেখছিল । আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ২ টার দিকে উঠে দেখি ও বিছানায় নেই। পরে আমার বাবাকে ডেকে বাইরে বের হলে দেখি বাথরুমের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।
নানা ইলিয়াস কাজী জানান, আমি ওকে ঘাড়ে তোলার পর ২ টি ঝাকি দিল। তারপর সে মারা গেছে। ওর গায়ে জ্বর ছিল খুব।
এদিকে শিশুটির পিতা আব্দুর রাকিব অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়েকে মারধর করেছে। মারধরের কারণেই ও মারা গেছে। জ্বর গলে কেউ কি মারা যায় নাকি।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোঃ সোহেল

রানা বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কি

আতুড়ঘরেও চড়া সবজির দাম!

সারাদেশে সবজির চাহিদা যোগান দেওয়ার অন্যতম উৎস স্থল মেহেরপুর। মেহেরপুরের চাহিদা মেটানোর পর প্রতিদিনই প্রায় ২০ থেকে ২৫ ট্রাক সবজি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়। অথচ সেই মেহেরপুরেও সবজির দাম অসহনীয় ভাবে বেড়েছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নিত্যপণ্যের দামও। বাড়ছে ক্রেতাদের নাভিশ্বাস। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষের।
রবিবার মেহেরপুর শহরের বড় বাজার ও হোটেল বাজার সবজি মার্কেট ঘুরে দেখা যায়, বাজারে প্রচুর সবজির আমদানি রয়েছে। নিয়মিত আসতে শুরু করেছে আগাম লাগানো শীতকালীন শাকসবজি। তবুও সকল প্রকার সবজির দাম চড়া। তবে শীতের শাকসবজি ওঠার পরপরই শাক সবজির দাম নিম্নমুখী হবে জানান অনেকেই বাজারে কেবল আলু, পেঁপে এবং কচুর দাম আগের মতোই রয়েছে।
বাজার ঘুরে দেখা গেছে, কাঁচা মরিচ ১৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। গত সপ্তাহ কাঁচামরিচের বাজার ছিল ১শ টাকার নিচে। এদিকে বাজারগুলোতে কাঁচামরিচ কে অনুসরণ করে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ৭৫ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অন্যান্য বছরে বর্ষার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কাঁচামরিচের বাজার ওঠা নামা করলেও, বর্তমানে কাঁচামরিচের দাম উঠা নামার কোন সম্পর্কই নেই।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, লালশাক, পুইশাক, সবুজ ডাটাশাক পাইকারী বিক্রি ১০-১৫ টাকা, খুচরা ২০-২৫ টাকা। করোলা পাইকারী ১৮-২০ টাকা, খুচরা ২৫-৩০ টাকা। বাধাকপি পাইকারী ৩৪-৩৫ টাকা, খচরা ৪৫-৫০ টাকা। বেগুন পাইকারী ৩৪-৩৫ টাকা, খুচরা ৪০-৪৫ টাকা। শিম পাইকারী ৬৭ টাকা, খুচরা ৮০-৮৫ টাকা। ফুলকপি পাইকারী ৫৫-৬০ টাকা, খুচরা ৭০-৭৫ টাকা। রসুন পাইকারী ২৮-৩০ টাকা, খুচরা ৪০-৪৫ টাকা। পালংশাক পাইকারী ৪২-৪৪, খুচরা ৫৫-৬০ টাকা। রসুন ৩৫ থেকে ৪০ টাকা, আলু ১৬ টাকা, বেগুন ৪০ থেকে ৪৫ টাকা, কচু ১৫ টাকা, বাজারে আসা নতুন বাঁধাকপি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা, ফুলকপি ৭৫ থেকে ৮০ টাকা, কলা ৩০ থেকে

৩৫ টাকা, পটল ৩৫-৪০ টাকা, ওল ৩৫ টাকা,ঢেঁড়স ৩৫ টাকা, শিম ৮০ থেকে ৯০ টাকা, লালশাক ২৫ টাকা, পুঁইশাক ২৫ টাকা, লাউ ৩০ টাকা পিচ, কুমড়া ৩০ টাকা পিচ, পেঁপে ১৫-২০ টাকা কেজি, করোল্লা ৪০ টাকা,আদা ১০০ টাকা,খিরা ৪০ টাকা, মিষ্টি কুমড়া ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, পাইকারি দাম বেড়ে যাওয়ায় তারা দাম বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। আগাম লাগানো শীতকালীন শাকসবজি বাজারে আসতে শুরু করলেও অধিকাংশ সবজির দাম চড়া। প্রতি সপ্তাহে দামের ঊর্ধ্বগতিতে বেশ হতাশা প্রকাশ করেছে ক্রেতারা। তবে শীতের শাকসবজি ওঠার পরপরই শাক সবজির দাম নিম্নমুখী হবে।
শহরের মল্লিকপাড়া থেকে আসা ক্রেতা জামান হোসেন জানান, মুরগিসহ সবকিছুর দাম বেশি। এতদাম দিয়ে কীভাবে বাজার করবো। মাসের বাজার করতে আসি এখানে। এখন সপ্তাহের বাজার করারও টাকা থাকে না। কাউসার হোসেন নামের মাঝবয়সী এক ক্রেতা বলেন, প্রত্যেকটি সবজির দামই বেড়েছে। আগে ১শ থেকে ২শ টাকা দিয়ে ব্যাগভর্তি বাজার করতে পারলেও এখন আর এই টাকায় ব্যাগ ভর্তি হয়না কেনা যায় না। আমাদের মতো মধ্যম আয়ের লোকজন সবচেয়ে বিপাকে পড়েছে।
মেহেরপুর বড় বাজারের খুচরা ব্যবসায়ী রাশেদ আহমেদ বলেন, মেহেরপুরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবজি উৎপাদন হচ্ছে কিন্তু ১০০ভাগের মধ্যে ৮০ ভাগই মেহেরপুরের বাইরে চলে যাচ্ছে সেই জন্য বর্তমানে সবজির দাম একটু বেশি। নতুন জাতের কিছু সবজি বাজারে ওঠায় এসকল সবজির দাম একটু বেশি। এখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে সব সবজি বাজারে আসছে না। সেই কারণে আড়তদারের কাছ থেকে আমাদেরকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে। তবে এই ঝামেলাটা বেশিদিন থাকবে না ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সবজির দাম আবার কমে যাবে
হোটেল বাজারের বাজারের খুচরা বিক্রেতা মনিরুর ইসলাম বলেন, যেকোনো সবজি বাজারে নতুন নামলে দাম কিছুটা বেশি থাকে। এ ছাড়া এসব সবজি সংগ্রহ করতেও ব্যাপারীদের খরচ বেশি হয়। তাই দাম কিছুটা চড়া।
মেহেরপুর তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ আবু হানিফ বলেন, বর্ষার কারণে এবার অনেক ফসল নামলা (পরে) হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে বাইরের চাপ মেহেরপুরের থেকে অনেক বেশি। বর্তমানে বাজারে বাইরের ক্রেতাদের সংখ্যাও অনেক বেশি। বর্তমানে ক্রেতারা সরাসরি মাঠ থেকেও মাল কিনে ঢাকা সহ বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছে।
মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ বলেন, কৃষি বিভাগের কাজ হচ্ছে কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

উৎপাদনে আমরা সফল হয়েছি। আমার চাষি তার উৎপাদিত ফসলের মূল্য পাচ্ছে। সবজির যে উচ্চমূল্য তা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে অতিবৃষ্টি ও বন্যার কারণে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সবজি নষ্ট হয়ে গেছে। সে কারণে আমাদের এলাকার সবজির টান পড়েছে। বর্তমানে আমাদের এখানে বাইরের ক্রেতাদের আগমন অনেক বেশি। তারা এখানকার বাজার থেকে আবার সরাসরি মাঠ থেকে সবজি দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যাচ্ছেন।
তিনি আরো বলেন, এবছর সাড়ে ৪ হাজার হেক্টর জমিতে সবজি চাষ হয়েছে এবং ফলনও খুব ভালো হয়েছে। তবে বাজার ব্যবস্থাপনার সুষ্ট বন্টন করতে পারলে সবজিসহ সকল পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

গাংনীতে ওএমএস বিশেষ কার্যক্রমে প্রতিদিন চাল পাচ্ছেন ৯০০ পরিবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে এর ওএমএস বিশেষ কার্যাক্রমের আওতায় প্রতিদিন সুবিধা পাচ্ছেন গাংনী পৌরসভাসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের অন্ততঃ ৯০০ পরিবার।

প্রতিদিন সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত গাংনীতে ডিলারের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে ওএমএস সুবিধা। এতে প্রতি জনকে ৫কেজি চাউল ৩০ টাকা ও কেজি আটা, ১৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি করা হচ্ছে। ওএমএস সুবিধা থাকায় চালের বাজার চড়া থাকলেও প্রতিদিন ভিড় জমছে ওএমএস সুবিধার লাইনে। তবে এ কার্যক্রম দির্ঘদিন চালু রাখার দাবী উপকারভোগীদের।

জানাগেছে গত ২৫ জুলাই ২০২১ ইং তারিখ থেকে খাদ্য অধিদপ্তর পরিচালিত মেহেরপুেও গাংনী উপজেলায় তিনজন ডিলারের মাধ্যমে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ৩০ টাকা কেজি দরে ৫ কেজি চাল এবং ১৮ টাকা দরে ৫কেজি আটা বিতরণ (ওএমএস) কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি কার্যক্রম সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রণোদনা প্যাকেজ।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে স্বাচ্ছন্দেও সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে উপকার ভোগীরা চাল কিনতে ভীড় করছেন। সরেজমিনে গেলে কথা হয় উপকার ভোগী ভানুয়ারা বেগমের সাথে। তিনি বলেন, সংসারে একজন উপার্জনক্ষম ব্যাক্তি। খোলা বাজারে ৫০ টাকা কেজি দরে চাল কিনে পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেয়া খুবই কষ্টের ব্যাপার।

এখানে সরকারের দেয়া ৩০ টাকা কেজি দরে চাল কিনে পরিবারের মুখে দু বেলা দুঠো খাবার তুলে দিতে পারছি। এখন আমরা হতাশায় আছি এ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে খাব কি? ওএমএস পদ্ধতিতে চাল বিতরণ অব্যাহত রাখার দাবী করেন তিনি।

ধানখোলা গ্রামের দিনমজুর লিয়াকত আলী বলেন, অভাবের সংসারে উপার্জন না থাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছিলাম। চাউলের দাম বেড়ে যাওয়ায় এক সপ্তাহ ধরে পরিবারের সকলকে রুটি খেয়ে রেখেছিলরাম। পরে সরকারের এই ৩০ টাকা কেজি দরে চাল কিনে ছেলে মেয়েদের মুখে ভাত তুলে দিতে পারছি। বাজারে চাউলের মুল্য কম না হওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চালু রাখার দাবী করছি। না হলে অনেক পরিবার না খেয়ে থাকবে। সেই সাথে চলমান ওএমএস কার্যক্রমের জন্য সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন্। এমন ভাবে উপকারভোগীদের সাথে কথা বলে চাউলের গুণগত মান খুব ভাল বলেও জানান তারা। এমন ভাবেই উপকারভোগীরা তাদের উপকারের বর্ণনা দেন এবং ওএমএস কার্যক্রম চালু রাখার দাবী করেন।

গাংনী হাসপাতাল বাজারের ডিলার প্রতিনিধি রকিব জানান,বর্তমান বাজারে চাউল ক্রয় মানুষের নাগালের বাইরে। গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা ৯০০ মানুষ চাউল নিতে আসে। এবং তাদের পরিবারের খাবার যোগায়। উপজেলার বাইরের মানুষও এ সুবিধা নিতে ছুটে আসতে দেখা গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হাজার হাজার পরিবারের দাবী এই কার্যক্রম চলমান রাখার।

চাউল বিতরণ পরিবেশক (ডিলার) বারিউল ইসলাম বলেন, চাউলের গুণগত মান খুবই ভাল। গরিব মানুষদের অন্য যোগান দিচ্ছে সরকার। খাদ্য অধিদপ্তর থেকে আমাদের খুবই ভাল মানের চাউল সরবরাহ করে থাকেন এবং উপজেলা প্রশাসন থেকে সব সময় তদারকি করনে। যাতে সকলেই আগে আসলে আগে পাবেন পদ্ধতিতে চাল নিতে পারেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম বলেন, এখানে প্রতিদিন তিনটি ডিলারের মাধ্যমে হাজার মানুষ সুবিধা পাচ্ছেন। এটি সরকারর

প্রণোদনা প্যাকেজ। যেহেতু এখানে উপজেলার হাজার খানেক মানুষ প্রতিদিন সুবিধা পাচ্ছেন। এ কার্যক্রম চালু রাখার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ পাঠানো হবে।

চুয়াডাঙ্গার বলদিয়ায় পুকুরের পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা তিতুদহের বলদিয়া গ্রামের কাজলাপাড়ায় পুকুরের পানিতে ডুবে রূপচাঁদ নামের (৫) বছর বয়সি এক শিশুর করুন মৃত্যু হয়েছে। ছেলের মৃত্যুতে পরিবার জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের বলদিয়া গ্রামের কাজলা পাড়ার বাবলু হোসেনের ছেলে রূপচাঁদ গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে সহপাঠিদের সাথে খেলা করতে যায়।

একপর্যায় সহপাঠিরা জনৈক আশরাফের পুকুরে গোসল করতে পানিতে নামলে রূপচাঁদও তাদের সাথে পানিতে নামে। রূপচাঁদ সাঁতার না জানায় পানিতে ডুবে যায়। সহপাঠিরা তার বাড়িতে খবর দিলে বাড়ির লোকজন পুকুর থেকে তার মরদেহ উর্দ্ধার করে।

এদিকে সন্তানের করুণ মৃত্যুতে পরিবারজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মানুষের সেবাই নিয়োজিত জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী

প্লাবন

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নের জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ও জাতীয় যুব জোট নেতা মোঃ নুরু-উছ-সাফা প্লাবন দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষের সেবা করে চলেছেন।

নিজের সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য সহযোগীতা, সমাজে নানান অসংগতি নিয়ে কথা বলা, বিপদে মানুষের পাশে দাড়ানো এবং বিশেষ করে অসহায় মানুষের চিকিৎসাসেবাই তিনি এলাকায় অনেক সুনাম কুড়িয়েছে।

দীর্ঘ আট দশ বছর যাবৎ এমন মানব সেবাই নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছেন তিনি। অন্যান্য রুগী ও গর্ভবতী মায়ের সিজারের রক্ত ম্যানেজ করা, অসহায় রুগীদের ফ্রি ওষুধের ব্যবস্থা, নিজের উদ্যোগে এলাকার মানুষের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করে চিকিৎসাসেবা দেওয়া, চিকিৎসা পরবর্তী রুগিদের খোঁজখবর নেওয়া তার যেন নিত্যদিনের কাজ।

রাতের আধারেও অসহায় রুগীর ঔষধ পৌঁছে দিতে দেখা যায় তাকে। স্থানীয় জনগণের সাথে কথা বলে জানা যায়, যেকোন প্রয়োজনে যখন ডাকি তখনই প্লাবনকে পাওয়া যায়। একটা ছোট মানুষ হিসেবে মানুষের প্রতি তার যে দায়িত্ববোধ এটা সবার ভিতরে থাকে না। বিপদের সময় যাকে কাছে পাওয়া যায় সেই তো আপনজন। তেমনি প্লাবনও আমাদের অতি আপনজন। এলাকার মানুষের কিছু হলে তার ভিতরে যেন এক অস্থিরতা কাজ করে। দিন নেই রাত নেই তাকে ডাকলেই পাশে পাওয়া যায়।

প্লাবন বলেন, মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিতে আমি আনন্দ পাই। মানুষের বিপদে নিজের শরীরের রক্ত দিয়েও পাশে থাকার চেষ্টা করেছি এখনও চেষ্টা করে যাচ্ছি। নবগঠিত বারাদি ইউনিয়নে জাসদ মনোনয়ন নিয়ে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী হিসেবে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। যদি সফল হতে পারি তাহলে একজন জনপ্রতিনিধি যে জনগণের চাকর এটা প্রমাণ করানোই হবে আমার সপ্ন এবং লক্ষ্য। এসময় একটি শোষনমুক্ত, সচ্ছ জবাবদিহিমূলক পরিষদ গঠন করতে মশাল প্রতিকে ভোট প্রার্থনা করেন জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ নুরু-উছ-সাফা প্লাবন।

দর্শনায় মিজান ফার্মেন্সীতে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখায় জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার কেরুজ গেটের সামনে মিজান ফার্মেন্সীতে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

জানা যায় সোমবার দুপুর ১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর অভিযান চালায় মিজান ফার্মেন্সীতে।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার জাতীয় অধিকার সংরক্ষনের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ মিজান ফার্মেসীতে অভিযান পরিচালনা করে মেয়াদ উ্ত্তীর্ন ও ফ্রি সেম্পুল ঔষধ রাখায় ৩৭ ও ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা আক্রান্ত ১

চুয়াডাঙ্গায় সোমবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ১ জন। চুয়াডাঙ্গায় করোনায় কমেছে মৃত্যুহার। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৯ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন।

নতুন করে ১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৯৩ জনে। চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ সোমবার ৪৫ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে।

এই নিয়ে জেলায় মোট নমুনা সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার ২৭৩ জন।এ

দিকে ৫০ জনের এর নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে এই নিয়ে জেলায় মোট ৩০ হাজার ১১৩ জনের নমুনা পরীক্ষা রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

এ সময় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৬ হাজার ৮৯৩ জনে। সোমবার কোনো করোনা রোগী সুস্থ হয়নি ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৬১৫ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে কোনো করোনা রোগী না থাকলেও বাড়িতে আছেন ৬৯ জন। নতুন যে ১ জন করোনা শনাক্ত হয়েছেন তার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ১ জন।

চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এ এস এম মারুফ হাসান আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গায় এ পর্যন্ত ৮৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন এর মধ্যে ৮৭ জন সুস্থ হয়েছেন। গত এক সপ্তাহে চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১.২৪ শতাংশ।

দর্শনা পুরাতন বাজার পুজা মন্দিরের ৫০ বছর পূর্তি উৎসব

দর্শনা পুরাতন বাজার পূজা মন্দিরের বয়স ৫০ বছর পূর্তি হয়েছে। দিবসটি স্মরণীয় করে রাখতে মন্দির কমিটি গ্রহন করেছে দিনব্যাপি ব্যাপক কর্মসূচি। কর্মসূচির শুরুতে সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে মন্দির চত্তর থেকে বের করা হয় বণাঢ্য র্যালি।

র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেছে। “সুবর্ণ রেখার কালে, এসো আনন্দময়ী, আঘাত দুরে ঠেলে” এ প্রতিবাদ্যকে ধারণ করে সন্ধ্যায় মন্দির চত্তরে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যদিয়ে শুরু হয় আলোচনা সভা।

হিন্দু সম্প্রদায় নেতা ডাঃ দুলাল চন্দ্র দে’র সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন, মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি উত্তম রঞ্জন

দেবনাথ।

অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত সান্তারা মঙ্গল, অবনি মোহন সান্তারা, ভোলানাথ চক্রবর্তি, জয়ন্ত সিংহ রায়, সুভেনন্দ্রনাথ শান্ত, মদন মহন সাহা, মুকুল দেবনাথ, অমল পাল, আসুতোষ, দিপক দাস, কার্ত্তিক সাহা, কাজল সাহা, শৈলেন শান্তারা, পল্টু শিল, শুভ্রত বিশ্বাস, সাধন, নির্মল দেবনাথ প্রমুখ।।

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী সিটি ব্যাংকের মালিকের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার হিজলগাড়ী বাজারে অবস্থিত এজেন্ট সিটি ব্যাংকের মালিক শরিফ উদ্দিনের বিরুদ্ধে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। লোন দেবার নামে করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ব্যাংকে এ্যাকাউন্ট খুলিয়ে হাতে মাটা অংকের চেকবই ধরি দিয়েছে।

লোন বা লেনদেন তো দুরের কথা সারাখন ব্যাংক বন্ধ রেখে ব্যাংকের আড়ালে শরিফ উদ্দিন বিদেশি হুণ্ডির কোটি কোটি টাকার কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিষয়টি তদন্তের দাবি জানিয়েছেন প্রতারিত গ্রাহকসহ এলাকাবাসি। অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ছোটসলুয়া গ্রামের মৃত ঝড়ুমণ্ডলের ছেলে মালয়েশিয়া ফেরত শরিফ উদ্দিন এলাকার একজন স্বিকৃত হুণ্ডি কারবারি।

হুণ্ডির কারবার করতে গিয়ে কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছেন। পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও কৌশলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছেন। বিদেশ থেকে আসা হুণ্ডির টাকার কারবার প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে করার জন্য কিছুদিন আগে হিজলগাড়ী বাজারে মুক্তিযোদ্ধা মার্কেটের দো তলায় সিটি এজেন্ট ব্যাংক খুলে বসেছেন।

প্রতারণার শিকার কয়েকজন গ্রাহক জানান, শুরুতে এক আধজন স্টাফ নিয়োগ দিয়ে লোন দেবার প্রতিশ্রুতিতে বাড়িতে গিয়ে গিয়ে ১ হাজার টাকার বিনিময়ে গ্রাহকদের ব্যাংক একাউন্ট খোলান। একাউন্ট খোলার পর গ্রাহকদের ওই ১ হাজার টাকার মধ্যে সাড়ে ৭শ টাকা কেটে নিয়ে ৫০ পৃষ্টার একটি চেকবই হাতে তুলে দেয়।

বর্তমানে কথিত ব্যাংকটি বন্ধ রেখে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে সারাদিন বিদেশ থেকে আসা হুণ্ডির টাকা বিভিন্ন জায়গায় পৌছিয়ে দেবার কাজে ব্যবস্থ থাকেন। তার ব্যবহৃত মোবাইল এবং সিমের তথ্য ট্রাকিংএর মাধ্যমে বের করলে এ যাবত সরকারকে কত টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে লেনদেন করেছেন তার তথ্য বেরিয়ে আসবে।

এরাকাবাসি জানান শরিফ উদ্দিন হুণ্ডির টাকা লেনদেন করেন বিষয়টি এলাকায় ওপেন সিকরেট। বিষয়টি এনবিআর ও গোয়েন্দা শাখাকে খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসি।

এ ব্যাপারে শরিফ উদ্দিন বলেন, লোকশানের কারণে ব্যাংক বন্ধ রেখেছে। আমি কোন হুণ্ডির টাকা লেনদেন করি না।